২৭-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৩-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য

আজ, রত্নাকর বাবা তাঁর সওদাগর বাচ্চাদের দেখছেন । সওদা সব বাচ্চারাই করেছ । কার সাথে সওদা করেছ আর তোমরা কারা সওদা করেছ ? দুনিয়ার হিসেবে তোমরা খুব ভোলা বাচ্চা, কিন্তু ভোলা বাচ্চারা অতিশয় চতুর বাবাকে চিনতে পেরেছে । তাহলে তোমরা ভোলা হলে নাকি চতুর হলে ? দুনিয়ার লোক, যারা নিজেদের অনেক বিষয়ে চতুর মনে করে, তাদের বিপরীতে তোমাদের ভোলা মনে করা হয়, কিন্তু সবাই তোমরা তাদের ভোলা বলো, কারণ অতি চতুর বাবাকে বোঝার মতো চাতুর্য তাদের নেই । তোমরা বাচ্চারা মূলকে জেনেছো সেখানে তারা বিস্তারে যাচ্ছে । সবাই তোমরা এক -এর মধ্যে পদম প্রাপ্ত করেছো, আর তারা এখনো লক্ষ কোটি গুনছে । চেনার চোখ, যাকে শ্রেষ্ঠ নলেজের নেত্র বলা হয়, প্রতি কল্পে সেটা কার প্রাপ্ত হয় ? তোমরা সব ভোলা আত্মাদের । তারা কি আর কেন, এভাবে, নয়তো কিভাবে এইসব প্রশ্নের বিস্তারে খুঁজতে থেকে যায় । সেখানে সবাই তোমরা বলো, উঁনিই আমার বাবা , আমার বাবা ব'লে রত্নাকর - এর সাথে সওদা করেছো । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলো, বা রত্নাকর বলো, তিনি তোমাদের থালা ভরে ভরে রত্ন দিচ্ছেন । সেই রত্নে তোমরা খেলা করো, সেই রত্নে তোমরা পালিত হও, সেই রত্নে তোমরা দোল খাও, শুধু রত্নই রত্ন ! হিসেব করতে পারবে, কতো রত্ন তোমরা লাভ করেছো ! অমৃতবেলায় চোখ খোলার সাথে সাথেই বাবার সাথে মিলিত হয়ে রত্ন দিয়ে খেল, তাই না ! সারাদিন ধরে তোমরা কি কারবার করো ? রত্নের কারবার করো, তাই তো ! বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নের পয়েন্টস গোনো তোমরা, তাই না ? সুতরাং, রত্নের সব সওদাগর, তোমরা রত্নখনির মালিক । এই রত্ন তোমরা যত বেশি ব্যবহার করবে, সেইসব ততই বেড়ে যাবে । সওদা করা অর্থাৎ মালামাল হওয়া । তাহলে কিভাবে সওদা করতে হয় শিখেছো তোমরা ? সওদা করা হয়ে গেছে নাকি এখনও করতে হবে ? তোমরা নম্বরক্রমে সওদাগর নাকি সবাই তোমরা নাম্বার ওয়ান ? তোমাদের সবার লক্ষ্য তো নাম্বার ওয়ান, কিন্তু যারা নাম্বার ওয়ান তারা এই রত্নে এত বিজি থাকবে যে অন্য কোনো ব্যাপারে কোনকিছু দেখার, শোনার বা ভাবার সময় থাকবে না । এমনকি, মায়া তাকে বিজি দেখে চলে যাবে । মায়াকে বারংবার তাড়ানোর মেহনত করতে হবে না । সেইজন্য আজ বাপদাদা একদিকে খ্যাতনামা সেই সব বাচ্চাদের দেখছিলেন, যারা নিজেদের নলেজফুল বলে । তিনি লক্ষ্য করছিলেন তারা কি কি করছে । অনেক বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞান আছে, কিন্তু বিশেষ একটা বিষয়ে তারা অনভিজ্ঞ । অনেক বিষয় তারা বুঝতে পারে কিন্তু বিশেষ একটা বিষয়ে নয় । তাদের বিপরীতে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দেখছিলেন । বাপদাদাও দু'ধরণের ফারাক দেখে গীত গাইছিলেন । তোমরাও সেই গীত গাও । যে গীত ব্রহ্মাবাবারও প্রিয় । বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের সম্পর্কে সেই গীত গাইছিলেন, যা আজ ব্রহ্মাবাবা খুব মজা করে গাইছিলেন, কতো ভোলা, কতো প্রিয়, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ! ঠিক যেমন তোমরা বাচ্চারা বাবার জন্য গাও, তাই না ! বাবাও বাচ্চাদের জন্য এই গীত গান । এইভাবে এই স্মৃতিস্বরূপে বাচ্চাদের জন্য কে গাইবে, কে জেনেছে মিষ্টি তুমি, কার হয়েছো প্রিয় ! এই স্মৃতি সদা তোমাদের নির্মাণ বানিয়ে স্ব-অভিমানের নেশায় স্থিত থাকতে সমর্থ বানায় । এই নেশায় কোনো লোকসান নেই । এতটাই নেশা থাকে তোমাদের ? অর্ধেক কল্প তোমরা নিজেদের ভগবানের গীত গেয়েছ, এখন ভগবান তোমাদের জন্য গাইছেন । দু'ধরণের বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা অনুকম্পা এবং স্নেহ দুইই উপলব্ধি করছেন ।

ব্রহ্মাবাবা আজ ভারতের এবং বিদেশের অপরিচিত (যারা এখনও বাবাকে জানেনি) বাচ্চাদের বিশেষভাবে স্মরণ করছিলেন। দুনিয়ার লোকে তাঁদের ভি.আই.পি. (VIPs) বলে, কিন্তু বাবা সেই বাচ্চাদের ভি.আই.পি. বলেন যার অর্থ ভেরি ইনোসেন্ট পার্সন (very innocent person) এই রূপেই তিনি তাদের দেখছিলেন। তোমরা সবাই সেন্ট (Saint, দিব্য আত্মা), তাঁরা ইনোসেন্ট কিন্তু এখন তাদেরও যৎকিঞ্চিৎ দাও। কিভাবে তাদের কণামাত্র দিতে হয়, জানো তোমরা ? তোমাদের লাইনে তাঁদের নাম্বার এখন পিছনে নাকি সামনে ? কি ভাবছো ? (বাপদাদা সাইলেন্সের ড্রিল করালেন)

এইভাবে, সাইলেন্সের শক্তি সেই আত্মাদের দাও। এখন তাদের সঙ্কল্প আসে যে তাদের কোনো অবলম্বন বা নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। এখন তাদের ইচ্ছা উৎপন্ন হচ্ছে। এবার তোমাদের সবার কাজ হলো তাদের রাস্তা দেখানো। একতা এবং দৃঢ়তা এই দুই উপায়ে তোমরা তাদের রাস্তা দেখাতে পারো। সংগঠনের শুভ ভাবনা এমন আত্মাদেরকে ভাবনার ফল দেওয়ার নিমিত্ত হবে। তোমাদের সবার শুভ সঙ্কল্প সেই আত্মাদের মধ্যেও শুভ কার্য করার সঙ্কল্পকে উৎপন্ন করবে। এই বিধি এখন থেকেই আপন করে নাও। যদিও বড় কার্য তখনই সফল হয় যখন সবার শুভ সঙ্কল্পের আহুতি হয়। বুঝেছ তোমরা ? বাপদাদা তো এটাই সবাইকে বলেন যে কোনো বাচ্চা বঞ্চিত না থেকে যায় ! সবাই তোমরা সমৃদ্ধশালী (মালামাল) হয়েছ, তাই না ? আচ্ছা –

শ্রেষ্ঠ সওদাগর যারা এইরকম শ্রেষ্ঠ সওদা করে, যারা সদা রত্নে পালিত হয় এবং রত্ন দিয়ে খেলা করে, রত্নাকর (রত্নখনি) বাবার অতি স্নেহী সদা সহযোগী হারানিধি, যাদের বাবাকে চেনার চোখ আছে, সদা আমার বাবা – এই গীত গায়, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎকারঃ –
মাদ্রাজ নিবাসীদের প্রতি :– সবাই উদ্যম-উৎসাহে আছ তো ! সবার মনে একই উদ্যম-উৎসাহ আছে, কিভাবে বাবাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই না ? এখন তোমরা স্টেজও তৈরি করছো, তাই তো ? প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন করতে তোমরা স্টেজ প্রস্তুত করছো। অন্যান্যরাও স্থূল পতাকা উত্তোলন করে, কিন্তু তোমরা কোন পতাকা উত্তোলন করবে ? কাপড়ের তৈরি পতাকা উত্তোলন করবে, কি করবে তোমরা ? সে তো নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু প্রকৃত কোন পতাকা তোমরা উত্তোলন করবে ? বাবাকে প্রত্যক্ষ করার। তোমরা সেই পতাকা উত্তোলন করবে যেটা বাবা আসার ধ্বনি ছড়িয়ে দেবে। এটারই তো প্রস্তুতি করছো তোমরা, তাই না ! যে সকল আত্মারা বঞ্চিত তারা সবাই যেন আলোকপ্রাপ্ত হয়ে রাস্তা খুঁজে পায়। এই পুরুষার্থই তোমরা সবাই করছো এবং পরেও করতে হবে। যদি তোমরা এখন থেকে এই তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও তো সেই সময়ও এই তরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ, তাই না ? সদা এটাই ভাবছো, যা এখনও পর্যন্ত হয়নি তা' তোমরা সবাইকে করে দেখাবে। তোমাদের কিছু নতুনত্ব করে দেখাতে হবে। নতুন বিষয় এটাই যে সব আত্মারা যেন বাবার পরিচয় পায় তারা যেন উপলব্ধি করে, বর্ণন করে, অনুভব করে যে বাবা এসেছেন। আচ্ছা –

আমন্ত্রিত ভাই-বোনেদের গ্রুপের সাথে :–
সবাই তোমরা নিজেদের বিশেষ আত্মা মনে করো, তাই না ? তোমরা বিশেষ আত্মা নাকি হতে হবে ? করবো, দেখবো, ভাববো – এইরকম 'বো' শব্দ, যা ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ভাষা, তোমরা বলো না তো ? নিজেদের মহত্বকে জানো, উপলব্ধি করো, তোমাদের কতো মহত্ব ! বাচ্চাদের মহত্ব বাবা যতটা

জানেন, বাচ্চারা নিজেদের মহত্ব সদা স্মরণে রাখেনা । জানে, কিন্তু মনে রাখেনা । যদি স্মরণে থাকতো তো সদাসর্বদা সমর্থ হয়ে অন্যদেরও সমর্থ বানানোর, উদ্যম-উৎসাহ বাড়ানোর নিমিত্ত হতো ! তোমরা নিমিত্ত, তাই তো ? যা কিছু অতীত তা' তোমরা অতীত করে দিয়েছো । অতীতকে ভুলে, তোমাদের বর্তমান ভবিষ্যৎকে সদা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিয়েছো । যারা সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, চলতে চলতে তোমরা নিজেদের সেইরকম উপলব্ধি করো, কিন্তু তোমরা তো সাধারণ নও ! তোমরা শ্রেষ্ঠ । তোমরা সম্পর্ক- সম্বন্ধের ব্যবহারে এসেছো, পড়াশোনা করেছো, গৃহস্থালি সামলিয়েছো; এগুলো বিশেষত্ব নয়, এটাও সাধারণ হওয়া । এইসব তো যারা লাস্ট নম্বরে আসে, তারাও করে । তাহলে, যারা লাস্ট নম্বরে, তারা যা করে আদি রত্নও যদি তাই করে তবে বিশেষত্ব কি হলো ? আদি রত্ন অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্পে এবং কর্মে অন্যদের থেকে বিশেষ । দুনিয়ার লোকের তুলনায় সবাই তোমরা পৃথক অথচ প্রিয় হয়েছো, কিন্তু অলৌকিক পরিবারেও, সাধারণ পুরুষার্থীদের থেকে তোমরা বিশেষ । দুনিয়ার হিসেবে লাস্ট নাম্বারও বিশেষ, কিন্তু ঈশ্বরীয় পরিবারে আদি রত্ন তোমরা, তোমরা বিশেষ । সেই হিসেবে নিজেকে দেখ । বরিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ যারা তারা সদা ছোটদের সবচেয়ে ভালো এবং সহজ রায় দেয়, রাস্তা দেখায় । এইভাবে, তোমরা শুধু মুখেই বলোনা, করে দেখাও । সুতরাং প্রতি পদক্ষেপ, প্রতি কর্ম এমন হতে হবে যাতে ঈশ্বরীয় পরিবারের আত্মাদের কাছে বিশেষ বলে প্রতীয়মান হয় । এটাই বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য, তাই না ! যারাই তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের দেখে, তাদের বিশেষভাবে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন দেখ, মধুবনেও যখন তোমরা দিদি এবং দাদীকে সাকাররূপে দেখ, তখন তাঁদের কর্মে বিশেষভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে এমন কি দেখ ? বাবাকে দেখতে পাও, তাই না ? তোমরা আত্মারাও সাকারে আছ, তাই না ! তাঁরা ব্রহ্মার মতো বিশেষ পার্টধারী তো নন, নিরাকার শিববাবার মতনও না, ব্রহ্মার মতনও না, কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ । সুতরাং তাঁরাও ব্রাহ্মণ আর তোমরাও ব্রাহ্মণ । সুতরাং, তারা বিশেষ নিমিত্ত আত্মা হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কিভাবে নিমিত্ত হয়েছেন ? তাঁরা মনে করেন এটা তাঁদের দায়িত্ব, তাই না ? তাঁদের দায়িত্ব বোধই তাঁদের বিশেষ বানিয়ে দিয়েছে । নিজেদের এইরকমই অনুভব করো তো ? তোমরাও দায়বদ্ধ, তাই না ? নাকি দিদি-দাদীই শুধু দায়বদ্ধ ? সেবার ক্ষেত্রে তো তোমরাই নিমিত্ত, তাই না ! চতুর্দিকে বাপদাদা বিশেষ সব আত্মাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন । কিছুজন এক জায়গায় আর অন্যরা আবার আরেক জায়গায় । এত দায়িত্বজ্ঞান সদা স্মৃতিতে থাকতে হবে । দিদি-দাদীকে যেমন নিমিত্ত দেখছো, একইভাবে, তোমাদের থেকেও অন্যদের অনুভব হতে দাও । তারা যেন অনুভব করে যে তোমরা আদি রত্ন, তোমাদের থেকেই তারা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা লাভ করবে । তাঁরা তো এইরকম বলেন না যে তাঁরা দিদি-দাদী, সুতরাং তাঁদের মানতে হবে, কিন্তু তাদের কর্ম স্বতঃই অন্যদের আকৃষ্ট করে । এইভাবে তোমাদের কর্মও যেন সবাইকে আকৃষ্ট করে । এতই দায়িত্ব তোমাদের । তোমরা ধীরগতি তো নও, তাই না ? কি করতে পারি ? কিভাবে এটা করতে পারি ? আমার ডবল দায়িত্ব ! তোমরা এই ধরণের উক্তি করোনা । তোমরা ছেড়ে দিয়ে ছাড় পেয়েছো । বেহদের এত দায়িত্বে থাকা বাবাকে তোমরা দেখেছিলে তো, তাই না ? তাঁর স্থূল দায়িত্ববোধ, তাও তোমরা দেখেছো । শিববাবার ব্যাপার তোমরা একপাশে সরিয়ে রাখো, কিন্তু ব্রহ্মাবাবাকে তো সাকারে তোমরা দেখেছো, তাই না ! স্থূলভাবেও ব্রহ্মাবাবা যা করেছিলেন সেরকরম দায়িত্ব কারও ছিলোনা । তোমরা ভাবো, কি করতে পারি, এইরকম বায়ুমন্ডলেই তো থাকি । ভাইব্রেশন খারাপ ! সারস তো আমাকে ঠোকর মারে । সর্বত্র আসুরিক সম্প্রদায় ! কিন্তু ব্রহ্মাবাবা আসুরিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পৃথক থেকেও প্রিয় হয়ে দেখিয়েছেন, তাই না । সুতরাং, ফলো ফাদার ।

এখন কি করবে তোমরা ? যখন তোমরা এখান থেকে ফিরে যাবে, প্রত্যেকের এই অনুভব হতে দাও যে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য স্তম্ভ এসে গেছে । বুঝেছ তোমরা ! তোমরা বাবার আশার এমনই তারকা । ছোট ছোট ব্যাপারগুলো তোমাদের হৃদয়ে স্থান দিওনা । অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয় উদার এবং বড় হয় । তাদের মন ছোট হয়না । ব্রহ্মাবাবা যেমন সকলের দুর্বলতা অন্তর্লীন করে প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন সেইরকম তোমরাও নিমিত্ত । কখনো এমন ভেবোনা, এইজন এই করছে । এইজন শোনেই না । যারা শোনেনা তাদেরকে শোনানো তোমাদের কাজ । তারা ছোট, বড় তোমরা । বড়দের বদলাতে হবে । ছোটরা তো হাসিঠাট্টাই করে, সেইজন্য তাদের দুর্বলতা দেখো না । বিচক্ষণতার সাথে তাদের দুর্বলতা অন্তর্লীন করে বাবা সমান কারিগর হও । এতটাই তোমাদের দায়িত্ব । তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তোমাদের দায়িত্ব আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য । বুঝেছ তোমরা ? তোমরা সাগরের সন্তান, তাই না ? সাগর কি করে ? সবকিছু নিমজ্জিত করে নেয় । ! সাগর সবার সবকিছু অন্তর্লীন করে তাদের রিফ্রেশ করে দেয় । তোমরাও সবার সবকিছু অন্তর্লীন করে তাদের রিফ্রেশ করো । যারাই আসবে তাদের যেন অনুভূত হয় যে এই বিশেষ আত্মার সঙ্গে এসে বিশেষ রঙ লেগেছে, সহযোগ লাভ করেছে । তোমরা তাদের মতো 'সহযোগ দাও, সহযোগ দাও' এইরকম বলোনা, তাই না ? তোমরাই তো সহযোগ দাও । আদি থেকেই তোমরা সহযোগ দিয়েছো, সুতরাং অন্ত পর্যন্ত তোমরা সহযোগ দেওয়ার সাথী হবে, তাই না ? যদি সবাই তোমরা এত সহযোগ দাও তো ছোটরাও উড়বে । যে স্থানে তোমরা যাবে সেই স্থানের তারাও উড়ে যাওয়ায় সমর্থ হয়ে যাবে, তাই না! তোমরা উড়ান-আসন হয়ে যাও, যাতে যে-ই এতে বসবে, সম্পর্কে আসবে, সেও উড়বে । বাপদাদা খুব খুশি, কোন্ ব্যাপারে খুশি ? কতো সাথী আছে ! যারা তাঁর সমান, তিনি যখন তাদের দেখেন, তখন সেই সমান বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন । এখানে এখন অল্পই এসেছে, কিন্তু এখনো আরও আছে, যতজনই এসেছে বাবা তাদেরই দেখে বাবা খুশি হন । এখন উড়ান-আসন হয়ে সবাইকে তো উড়াও । তোমাদের ভাইরা এত মেহনত করছে, দয়া হয়, তাই না ! সহযোগ দাও আর উড়াও ।

এটাই বিশেষ আত্মাদের সেবা । জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়েছ, কোর্স করিয়েছ, মেলার আয়োজন করেছ এবং অন্যদের উৎসাহ যুগিয়েছ । এইসব সবাই করতে থাকে । মেলাতেও তারা যেন তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব দেখে । তোমরা দাঁড়ানোর সাথে সাথে সকলেই অত্যন্ত আগ্রহী হয় । যারা কাজ করে তাদেরই বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহযোগ প্রয়োজন হয় । কাজ করার মতো এখন তোমাদের অনেক ছোট ভাই-বোন এসে গেছে । তোমাদের বড়দের কর্তব্য সেইসব সাথীদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার হাত বাড়িয়ে দেওয়া । তোমাদের দেখে তাদের স্মরণে যেন বাবা এসে যান । সবার মুখ থেকে যেন বের হয় তোমরা বাবার স্বরূপ । যেভাবে এই দু'জনের (দিদি এবং দাদীর) জন্য বের হয় যে এনারা বাবার স্বরূপ, কারণ সেবায় তাঁরা প্র্যাকটিক্যাল কর্ম করছেন । সুতরাং, এইভাবে দৃঢ় সঙ্কল্পের সমারোহ অবশ্যই পালন করো । কি বুঝেছ তোমরা ? তুফানের কবলে তো পড়ো না তোমরা, তাই না ? তোমরা তুফান ডিঙিয়ে যাও, তুফানে পড়ো না । তোমরা এক্সাম্পল্, তাই না ! তোমাদের দেখে সবার উপলব্ধি হয়, এইভাবেই চলতে হবে, এইভাবেই হয় । অতএব, এতটাই অ্যাটেনশন রাখতে হবে ।

বরদানঃ - নির্বিঘ্ন স্থিতি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

তোমাদের সেবা হলো সবচেয়ে আগে নিজেকে নির্বিঘ্ন বানানো আর তারপরে অন্যকে নির্বিঘ্ন বানানো । যদি নিজেরাই বিঘ্নিত হতে থাকো তবে অন্তে নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে না এইজন্য বহুকালব্যাপী নির্বিঘ্ন স্থিতি বানাও, কমজোর আত্মাদেরও বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া শক্তি দিয়ে শক্তিশালী বানাও, মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করো, তবেই বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল হবে ।

স্লোগানঃ – রয়্যাল বাবার রয়্যাল বাচ্চাদের প্রতিটা কর্মে রয়্যালটি প্রতীয়মান হবে ।